দৈনিক ইত্তেফাক

2 6 JUN 2008

এমপিওভুক্তি নিয়ে রাজনীতি আর ব্যবসা

● শিক্ষা বাজেটের অর্ধেকই ব্যয় হয় এ খাতে

● অনেক প্রতিষ্ঠানে ছাত্রের চেয়ে শিক্ষকের সংখ্যা বেশি

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

শিক্ষা ক্ষেত্রে গত দেড় দশকে এমপিওভুক্ত (মানথলি পেমেন্ট অর্ডার) করা নিয়ে ঘটেছে নজিরবিহীন কাণ্ড। বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্রের তহবিল থেকে অনুদান প্রদানে চলেছে রাজনীতি ও ব্যবসা। অবস্থা এমন হয়েছে যে, মোট শিক্ষা বাজেটের সিংহভাগই চলে যাচ্ছে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের পেছনে। মাঠ পর্যায়ে এমন চিত্রও দেখা গেছে, এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর চেয়ে শিক্ষকের সংখ্যা বেশি। রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে সরকারি কোষাগার থেকে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

দৈনিক ইত্তেফাকের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে বলা হয়েছে, প্রয়োজন না থাকলেও যেখানে-সেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। জনসংখ্যার ঘনত্ব, অন্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দূরত্ব, আর্থ-সামাজিক অবস্থা কিছুই বিবেচনা করা হয়নি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, ছাত্র ভর্তি, শিক্ষক নিয়োগ, পাঠ দানের অনুমতি, একাডেমিক স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্ত সবই করা হয়েছে রাজনৈতিক প্রভাব সৃষ্টির মাধ্যমে। নিয়মনীতির কোন তোয়াক্কা করা হয়নি। শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের অভিমত, ১৯৯৫ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত এমপিওভুক্ত করা নিয়ে যেসব কাণ্ড ঘটেছে তাতে কেবল জনগণের অর্থেরই অপচয় হয়েছে। ফলাফল কিংবা মান কোনভাবেই বিবেচনায় আনা হয়নি। এক হিসেবে দেখা যায়, শিক্ষা খাতের মোট রাজস্ব বাজেটের ৫২ শতাংশ যায় এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতার পেছনে। ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের পেছনে সরকারের ব্যয় হয়েছে ৪ হাজার ৩৩৭ কোটি টাকা। আর আগামী অর্থবছরে (২০০৮-২০০৯) এখাতে ৩ হাজার ৩১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। গত দেড় বছরে নতুন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করেনি তত্ত্বাবধায়ক সরকার। এজন্য এক হাজার কোটি টাকারও বেশি অর্থ সাশ্রয় হবে। তবে জুলাই মাস থেকে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মতো বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীরা ২০ শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা পাবেন। এজন্য বছরে ৫৮২ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হবে।

মান্থলি পেমেন্ট অর্ডার (এমপিও) নীতিমালা অনুযায়ী একজন বেসরকারি শিক্ষককে মূল বেতনের শতভাগ সরকার দিয়ে থাকে। নব্বই-এর দশকে একজন শিক্ষক মূল বেতনের ৬০ শতাংশ পেতেন। পর্যায়ক্রমে সরকারি অংশ বাড়িয়ে ২০০৬ সাল থেকে শতভাগ করা হয়। অর্থাৎ একজন শিক্ষককে মূল বেতনের পুরোটাই এবং বাড়ি ভাড়া ও চিকিৎসা বাবদ আড়াই শ' টাকা সরকার দিয়ে থাকে। সর্বশেষ হিসাবে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চার লাখ ৭৩ হাজার ৮৮০ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে এমপিওভুক্ত হিসেবে সরকার বেতন-ভাতা দিচ্ছে।

১৯৯৫ সাল থেকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করে সরকারি অর্থ বরাদ্দের প্রথা পুরোপুরি শুরু হয়। তখনকার প্রণীত নীতিমালা এখনও বহাল আছে। কিন্তু রাজনৈতিক সরকারগুলোর সময়ে এমপিওভুক্তি নিয়ে চলেছে স্বেচ্ছাচার। নীতিমালা (২য় পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

এমপিওভুক্তি নিয়ে

(প্রথম পৃঃ পর)

অনুযায়ী প্রতি আট হাজার মানুষের জন্য একটি নিম্ন মাধ্যমিক, দশ হাজারজনের বিপরীতে একটি মাধ্যমিক স্কুল ও ৭৫ হাজার অধিবাসীর জন্য একটি কলেজ এবং ২০ হাজার লোকের বিপরীতে একটি মাদ্রাসা স্থাপনের অনুমতি দেয়া হবে। সে হিসেবে সারাদেশে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৪ হাজার ২০০টি হবার কথা। কিন্তু রাজনৈতিক প্রভাবে এখন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৬ হাজার ৩৭০টিতে। অর্থাৎ সরকারি হিসেবেই দুই হাজার একশটির বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত রয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী কোন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পর ছাত্র ভর্তি, শিক্ষক নিয়োগ ও অবকাঠামো নির্মাণ করতে হয় উদ্যোক্তাদের। এরপর তিন থেকে পাঁচ বছরের জন্য পাঠদানের অনুমতি এবং তা সন্তোষজনক হলে একাডেমিক স্বীকৃতি দেয়া হয়। এরপর প্রতিষ্ঠানটিকে এমপিওভুক্ত করা হয়। এমপিওভুক্ত হলে একটি স্কুলের আটজন, কলেজ ও মাদ্রাসায় দশ থেকে ২০ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে সরকার বেতন-ভাতা দেয়। পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে উন্নয়ন তালিকাভুক্ত করা হয়।

একজন কর্মকর্তা জানান, ১৯৯৭, ২০০৪ ও ২০০৫ সাল এই তিনটি বছরে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়। রাজনৈতিক প্রভাব ও চাপ তখন এত বেশি ছিল যে, বৃত্তি পরীক্ষা ও পাবলিক পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফল না হওয়ায় অনেক প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি বাতিল করলেও পরে বহাল রাখা হয়। ঐ সময়ের ধারাবাহিকতায় এখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এমপিওভুক্তির জন্য ১৫ হাজারেরও বেশি আবেদন জমা পড়ে আছে। বর্তমান সরকারের নীতি হচ্ছে আর কোন প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত না করা। কারণ বর্তমান সরকার চাচ্ছে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠদান পদ্ধতি, শিক্ষক প্রশাসন ও শিক্ষামানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ই তা সম্ভব। বিগত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে এমপিওভুক্তি নিয়ে চলেছে সস্তা ও হীন রাজনীতি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীক অনিয়ম আর দুর্নীতি। এমপিও বাবদ সরকারী অর্থ স্থানীয়ভাবে অন্য কাজে ব্যবহার বা মহল বিশেষের পকেটস্থ হয়েছে।

ছাত্রের চেয়ে শিক্ষক বেশি

সিরাজগঞ্জ সংবাদদাতা ॥ বিধি বহির্ভূতভাবে যত্রতত্র স্কুল-কলেজ গড়ে উঠায় শিক্ষার মান প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে। এমন অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে ছাত্রের চেয়ে শিক্ষকের সংখ্যা বেশি। মানসম্মত শিক্ষা কিংবা পাঠদান চলুক আর নাই চলুক রাজনৈতিক নেতাদের আধিপত্য বিস্তার কিংবা বিত্তশালীদের পারিবারিক মর্যাদা বৃদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে কলেজগুলো ব্যবহার হচ্ছে। আর এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ বাণিজ্যের নামে ম্যানেজিং কমিটি লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ঝিনাইদহে বছরে ব্যয় ৪০ কোটি টাকা

ভ্রাম্যমাণ সংবাদদাতা ॥ ঝিনাইদহ জেলায় এমপিওভুক্ত স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি কলেজগুলোর শিক্ষকদের বেতন-ভাতার জন্য সরকারের বার্ষিক ৪০ কোটি ৫০ লাখ টাকা ব্যয় হচ্ছে। ১৯৯১ সালে ১টি সরকারি কলেজসহ মোট কলেজের সংখ্যা ছিল ১২টি। আর বর্তমানে এমপিওভুক্ত বেসরকারি কলেজের সংখ্যা হচ্ছে ৪৩টি। নতুন স্থাপিত কলেজগুলোর মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক কলেজ রাজনৈতিক বিবেচনায় স্থাপিত হয়েছে।

দলাদলি, দুর্নীতি

জয়পুরহাট সংবাদদাতা ॥ জেলার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষক নিয়োগ, এমপিওভুক্তিকরণ, নিয়ম ভঙ্গ করে কাছাকাছি দূরত্বে একই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা, পরিচালনা কমিটির দৌরাত্ম্যে শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি ও কোন্দল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানা অনিয়ম করে অর্থ আত্মসাৎ প্রভৃতি কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুষ্ঠু পরিবেশ ও শিক্ষার্থীদের পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। জেলায় এমপিওভুক্ত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার সংখ্যা ২৬০।

শতাধিক স্কুলে মামলা

নেত্রকোনা সংবাদদাতা ॥ জেলায় কয়েক বছরে কলেজ, মাধ্যমিক, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসার প্রসার ঘটলেও শিক্ষার হার তেমন বাড়েনি। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা নিয়ে মামলা, শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে মামলা, রাজনৈতিক কারণে স্কুল নির্মাণ এবং স্কুল-কলেজ পরিচালনা নিয়ে বিভিন্ন সময় সরকারের নীতির পরিবর্তনের কারণে সব সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিরোধ লেগেই আছে। এখনো শতাধিক স্কুলে ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়ে মামলা চলছে। ফলে স্কুলের লেখাপড়ার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে।

উন্নয়নে দুর্নীতি

নওগাঁ সংবাদদাতা ॥ জেলায় জোট সরকারের সময় যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল-কলেজ) সম্প্রসারণ ও পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে তাতে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে এবং এই প্রক্রিয়ায় মন্ত্রী ও এমপিদের প্রভাব ছিল। মন্ত্রী ও এমপিরা রাজনৈতিক বিবেচনা মাথায় রেখে নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষক, পরিচালনা কমিটি প্রকল্প কমিটির সদস্যগণ পরিচয় গোপন রাখার শর্তে বলেছেন, এসব প্রকল্প থেকে মন্ত্রী এমপি ছাড়াও কমিটিগুলোর লোকজন লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেন।

৬৬টি প্রতিষ্ঠানই বিভিন্ন জনের নামে

বাগেরহাট সংবাদদাতা ॥ জোট সকারের আমলে জেলায় ৮১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নতুন করে এমপিওভুক্ত হয়। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৬৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজ বা আত্মীয়-স্বজনের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

চকরিয়ার ৯৯ ভাগই এমপিওভুক্ত

কক্সবাজার সংবাদদাতা ॥ এমপিওভুক্ত বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারিভাবে কোন অডিট করা হয় না। কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দায়সারা গোছের অডিট করে কৌশলে আত্মসাৎ করছে লাখ লাখ টাকা। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ও মন্ত্রীর হস্তক্ষেপে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ম বহির্ভূতভাবে এমপিওভুক্ত হয়েছে। তৎকালীন যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ তার নির্বাচনী এলাকা নবগঠিত পেকুয়া উপজেলা ও চকরিয়া উপজেলায় শতকরা ৯৯ ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করেন।